দৈনিক সংবাদ

পৃষ্ঠা ... কলাম ...৩...

পরীক্ষার গ্রেডিং পদ্ধতি

নানা জনের নানা মত

মাসুম পারভেজ

মূল প্রতিবেদন

এবারের অর্থাৎ ২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিরূপণে চালু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের 'লেটার গ্রেডিং' সিস্টেম। পদ্ধতিটিতে পাস ফেলের কোন প্রত্যক্ষ হিসাব থাকবে না, থাকবে না মেধা তালিকায় কোন অবস্থান। নির্দিষ্ট নম্বরের জন্যে প্রদান করা হবে গ্রেড যাতে সংশ্লিষ্ট আছে নির্ধারিত পয়েন্ট। শিক্ষার্থীদের নম্বরপত্রে সেই পয়েন্টের উল্লেখ থাকবে যা যোগ করে নির্ণয় করা হবে GPA বা Grade Point Average। তবে নতুন এই পদ্ধতিতে বলা হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের অধীত চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ফলাফলের ওপর কোন প্রভাব ফেলবে না। এ নিয়ে চলছে বিরূপ মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া। ৬ স্তরে বিন্যস্ত গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৩৩ থেকে ৪০ নম্বর পর্যন্ত 'গ্রেড ডি'। এর জন্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ পয়েন্ট। ৪১ থেকে ৫০ নম্বরের জন্যে সি গ্রেড এবং পয়েন্ট ২। ৫১-৫৯ নম্বরের জন্যে প্রাপ্ত গ্রেড বি এবং পয়েন্ট ৩। ৬০-৭৯ নম্বরের জন্য প্রদত্ত হবে এ- গ্রেড এবং পয়েন্ট থাকবে ৪। ৮০ থেকে ১০০ নম্বরের জন্যে বরাদ্দকৃত গ্রেড এ+ এবং পয়েন্ট ৫। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একজন পরীক্ষার্থীকে এ গ্রেড পেতে হলে তাকে GPA বা গড় গ্রেড পয়েন্ট পেতে হবে ৪০। যদি সে কোনটিতে খারাপ করে বসে অর্থাৎ 'বি গ্রেড' পেয়ে যায় তাহলে সেটাকে গড় এ গ্রেডে নিতে হলে অবশ্যই অন্য একটি পরীক্ষায় এ+অর্থাৎ লেটার নম্বর পেতে হবে। এটা অনেকটা দুরূহ ব্যাপার। তবে এর চেয়ে করুণ ব্যাপার ঘটবে এ+প্রত্যাশী পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে তার জন্যে গড় গ্রেড পয়েন্ট হলো ৫০ অর্থাৎ ৫০-এর মধ্যে তাকে পুরোটাই পেতে হচ্ছে। প্রতিটি বিষয়েই, (১ম+২য় পত্র) পৃথক পৃথকভাবে তাকে ন্যূনতম ৮০ নম্বর অর্জন করতে হচ্ছে। কোন পরীক্ষায় ন্যূনতম নম্বর অর্জনে ব্যর্থ হলে পুরো ভরাডুবি। গ্রেড এ-তে নেমে আসবে। এ গ্রেড প্রত্যাশী পরীক্ষার্থীর একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু এদের সে সুযোগটিও নেই। এছাড়া বিভিন্ন দিক দিয়ে পদ্ধতিটি পরিপূর্ণতা পায়নি। যার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অভিনন্দনের পাশাপাশি ব্যক্ত করছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। পাঠক, চলুন আমরা এখন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী অভিভাবকবৃন্দের কাছে যাই ও তাদের বক্তব্য শুনি।

ড. দিদার-উল-আলম
অভিভাবক-শিক্ষক, ঢা.বি.

যে কোন পরিবর্তন নিঃসন্দেহে গ্রহণ ও প্রশংসাযোগ্য; কিন্তু অবশ্যই তা হতে হবে যুগোপযোগী। সকল পরিবর্তনের একটা গুরুত্ব থাকতে হবে। গ্রেডিং সিস্টেম নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী তবে এদেশের সাথে তুলনা করে এর গুরুত্ব ভাবতে হবে। আমাদের দেশ উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে চায়। কিন্তু ভাবা হয় না আমরা তাদের সমকক্ষ কিনা। তাদের উন্নয়নের গতিধারা আমাদের থেকে ভিন্ন। সুতরাং সমকক্ষ না হয়ে কিভাবে তাদের সংস্কৃতিকে এত দ্রুত গ্রহণ করতে পারি?

নতুন পদ্ধতিতে ৪র্থ বিষয়কে নেগলেক্ট করা হয়েছে। কেন? পুরো বছর সময়–অর্থ ব্যয় করে গৃহ শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে সর্বোপরি মেধার একটা সুব্যবহার করে প্রস্তুতি নেয়া হলো তার সব কি একেবারে ভেস্তে যাবে?

যে কোন পদ্ধতি বা বিষয় কার্যকর করতে সময় দিতে হয়। সে সময়ে অবশ্যই বোঝা যাবে পদ্ধতি বা বিষয়টি কার্যকর হবে কিনা, গ্রহণযোগ্যতা পাবে কিনা। সে ধরনের কোন কিছু না ভেবে পরীক্ষার আগের দিন হুট করে একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হলো কোমলমতি, ছাত্রছাত্রীদের ওপর। এতে কি তাদের ওপর মানসিক চাপ পড়ল না?

বলা হচ্ছে পদ্ধতিটির ফলে নকল প্রবণতা কমবে। কমছে কই! প্রতিদিনের পত্র পত্রিকায় তো তার কোন ইঙ্গিত নেই। সুতরাং কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হলে আগে তার সুফল-কুফলগুলো বিবেচনা করতে হবে।

মো. দেলোয়ার হোসেন
সহকারী প্রধান শিক্ষক
গভ. ল্যাব স্কুল, ধানমন্ডি

লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিটি এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট নয় আমার কাছে। তবে পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন প্রতিবেদন পড়ে ধারণা পেয়েছি। সেমতে আমি বলব, গ্রেডিং পদ্ধতিটি শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ওপর করা উচিত। রচনামূলক পরীক্ষা মানেই নকলের কারবার। তাই এ অংশটিকে বিদ্যালয়নির্ভর করে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হোক শিক্ষার্থীদের মেধা।

অ্যাডভোকেট আয়েশা আখতার
অভিভাবক-আইনজীবী

আমি ব্যক্তিগতভাবে গ্রেডিং পদ্ধতিকে সমর্থন করি। তবে ডিসিশনটি কমপক্ষে ক্লাস টেনে থাকাকালীন সময়ে নেয়া উচিত ছিল। হুট করে এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হয়নি। তাছাড়া গ্রেড শীটে ৪র্থ বিষয়ের গুরুত্ব থাকবে না। তাহলে আমরা তাদেরকে পড়ালাম কেন?

ড. নুরজাহান সরকার
অভিভাবক-শিক্ষক, ঢা.বি.

গ্রেডিং পদ্ধতি নিঃসন্দেহে একটি আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতি প্রণয়নের জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। আমি দীর্ঘদিন বিদেশে পড়ালেখা করেছি। তখন থেকে এদেশে গ্রেডিং সিস্টেম চালু করার কথা বলে আসছি। এটা নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী উদ্যোগ। কিন্তু দুঃখজনক হলো উদ্যোগটা নিয়ে কিছুটা তাড়াহুড়ো করা হয়েছে। একটা শিক্ষাবর্ষে নতুন সিলেবাস প্রণয়নের সাথে সাথে ঘোষণাটা আসা উচিত ছিল। তাহলে শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই এর গুরুত্ব বুঝতে পারত। প্রস্তুতি নিতে পারত সেভাবে। সেক্ষেত্রে আমার মতে পদ্ধতিটি নবম শ্রেণী হতে চালু করা উচিত ছিল। তাছাড়া চতুর্থ বিষয় সম্পর্কে একটা ঋণাত্মক প্রস্তাবের কারণে ছেলেমেয়েরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে যেটা এ সময়টির জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিপজ্জনক।

আলমগীর কবির মুকুট
ছাত্র, ঢা.বি.

শিক্ষার মান বিচারে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত গ্রেডিং সিস্টেম নিঃসন্দেহে একটি ভাল উদ্যোগ। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকায়নের পথে একটি ধাপ অতিক্রম করল। মেধার মান বিচারে এ পদ্ধতির বিকল্প খুব কমই আছে। দেখা যায় পরীক্ষক ভেদে একই খাতার মূল্যায়ন বিভিন্ন হয়। সেক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক গ্রেড এবং সাথে সাথে নম্বরের পার্থক্য কম হওয়ার কারণে খাতার মূল্যায়ন তথা ফলাফল অধিকতর সঠিক হবে। আরেকটি বিশেষ সুবিধা হলো এক বা একাধিক বিষয় ফেল করলে শুধুমাত্র ওইটি বা ওইসব বিষয়েই পরীক্ষা দিলে চলবে। তাছাড়া একটি বিষয়ে ফেল করেও ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। তবে এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে, কলেজের অপ্রতুলতার কারণে অনেকেই সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। শেষ কথা হলো গ্রেডিং পদ্ধতি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য তবে

কিছুটা হলেও মানসিক চাপে পড়েছে।

আবেদা বেগম ও নাজমা সুলতানা
অভিভাবক

পদ্ধতিটা খুবই ভাল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে আমার মনে হ... লেখাপড়া ও ফলাফলের প্রতি ছেলেমেয়েদে... প্রতিযোগিতার মনোভাব কমে আসবে। কার... একটা বিরাট অংকের নম্বরের ব্যবধানে কারণে রেজাল্টের কোন তারতম্য হচ্ছে না চলছে না মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া লড়াই। অন্যান্য দিক থেকে সিস্টেমটি বে... ভাল তবে চতুর্থ বিষয় বাদ দেয়াতে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে এই যা।

মো. জাকির হোসেন
গৃহশিক্ষক-ছাত্র, ঢা.বি.

নতুন ঘোষিত লেটার গ্রেডিং একটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি। বিভিন্ন সুবিধার পাশাপাশি এর অসুবিধাও অনেক। বিগত পদ্ধতিতে প্রথম বিভাগের জন্যে নম্বর বরাদ্দ ছিল শতকরা ৬০ কোন শিক্ষার্থী তার থেকে কিছু কম নম্বর পেয়ে থাকলে অন্য পরীক্ষার সাহায্যে তা খুব সহজে তুলে নিতে পারে। কিন্তু এ পদ্ধতির ফলে ত... অতটা সহজ নয়। ধরা যাক 'এ' গ্রেড প্রত্যাশী একজন শিক্ষার্থী ৫৯% নম্বর পেয়ে 'বি' গ্রেড অর্জন করল। এখন তার কাঙ্ক্ষিত গ্রেড পেতে হলে অবশ্যই অন্য বিষয়ে এ+ গ্রেড পেতে হবে অর্থাৎ তাকে কমপক্ষে ৮০ নম্বর পেতে হবে। সেটা কি খুব সহজ? ছাত্রছাত্রীদের এ... ধরনের সমস্যা ছাড়াও বড় দুশ্চিন্তা হলো চতুর্থ বিষয়। এতদিন পরিশ্রম করে, প্রস্তুতি সম্পন্ন করে চতুর্থ বিষয় সংক্রান্ত ঘোষণা শুনে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে কম বেশি প্রত্যেকেই। অনেকের কাছেই এটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো।

নতুন পদ্ধতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে অনেক ছাত্রছাত্রী গণিত অথবা জীববিদ্য... পড়বে না। এর ফলে উচ্চতর শ্রেণীতে তাদের বিজ্ঞান পড়া খুবই সমস্যা সংকুল হবে। বিশেষ বিশেষ বিষয় না থাকার কারণে তাদের উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রটা সীমিত হয়ে পড়বে। তাছাড়া ঐচ্ছিক বিষয়টি অনেকের বাদ দেয়ার ফলে গৃহশিক্ষকের পার্টটাইম ব্যস্ততার ঘাটতি পড়বে অনেকটা।

স্বাধীন, রাজন, চৈতি, শামীম ও রিয়া
এসএসসি পরীক্ষার্থী

এটা মোটেই ভাল পদ্ধতি নয়। আগেরটা অনেক ভাল ছিল। আমরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত ভাল ফল লাভ করতাম। নতুন পদ্ধতি আমাদের বঞ্চিত করেছে তা থেকে। 'চতুর্থ বিষয়ের নম্বর ফলাফলের ওপর কোন প্রভাব ফেলবে না' এ নোংরা কথাটা এত সুন্দর করে না বললেও চলত। বলেই কেঁদে ফেলল চৈতি। রাজন বলল, গতকাল উচ্চতর গণিত পরীক্ষা ছিল। সেটা আমার চতুর্থ বিষয়। পরীক্ষায় কমপক্ষে ৯৫ নম্বর পাবো। এত দিনের খাটুনিটা কি জলে গেল তাহলে? চোখ মুছে চৈতি আবার বলল, ভাইয়া আপনারা সাংবাদিক মানুষ, আপনাদের লেখাতে কাজ হয়। আমাদের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন, একটু সেইভাবে লিখুন।